

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১১. হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ইউসুফের নিপ্পাপত্ব

ইউসুফ যে এ ব্যাপারে শতভাগ নিষ্পাপ ছিলেন, সে বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি দ্রষ্টব্য:

- (১) ইউসুফ দৃঢ়ভাবে নিজের নির্দোষিতা ঘোষণা করেন। যেমন গৃহস্বামীর কাছে তিনি বলেন, في رَاوَدَنْنِيْ عَنْ رَاوَدَنْنِيْ عَنْ رَاوَدَنْنِيْ عَنْ رَاوَدَانِيْ وَاللهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ। তার আগে তিনি মহিলার কুপ্রস্তাবের জওয়াবে বলেছিলেন, 'আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন! তিনি (অর্থাৎ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ गৃহস্বামী) আমার মনিব। তিনি আমার উত্তম বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই সীমা লংঘনকারীগণ সফলকাম হয় না' (ইউসুফ ২৩)। নগরীর মহিলাদের সমাবেশে গৃহকত্রী যখন ইউসুফকে তার কুপ্রস্তাবে রাষী না হ'লে জেলে পাঠানোর হুমকি দেন, তখন ইউসুফ তার জওয়াবে বলেছিলেন, 'হেক্টার্যু إِلَيْ مِمَّا يَدْعُونَنِيْ إِلَيْهِ إِلَيْ مِمَّا يَدْعُونَنِيْ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْ مِمَّا عَلَى مُرَاكِقَ اللهِ إِلَى مَمَّا عَلَى مُحَالِقَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا
- (২) উক্ত মহিলা নিজেই ইউসুফের নির্দোষিতার সাক্ষ্য দেন। যেমন নগরীর মহিলাদের সমাবেশে তিনি বলেন, 'আমি তাকে প্ররোচিত করেছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছিল' وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاستَعْصَمَ الْحَقُ أَنَا الصَّادِقِيْنَ । পরবর্তীতে যখন ঘটনা পরিষ্কার হয়ে যায়, তখনও উক্ত মহিলা বলেন, الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا الصَّادِقِيْنَ 'এখন সত্য প্রকাশিত হ'ল। আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম এবং সে ছিলنَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ সত্যবাদী' (ইউসুফ ৫১)।
- (৩) তদন্তকালে নগরীর সকল মহিলা ইউসুফ সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য দেন। তারা বলেন, حَاشَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ 'আল্লাহ পবিত্র। আমরা ইউসুফ সম্পর্কে মন্দ কিছুই জানি না' (ইউসুফ ৫১) مِنْ سُوْءِ (د
- (৪) গৃহকর্তা আযীযে মিছর তার নির্দোষিতার সাক্ষ্ম দিয়ে বলেন, '(হে স্ত্রী!) এটা إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمُ (হে স্ত্রী!) এটা أَنْهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمُ (হে স্ত্রী!) এটা مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمُ (হে মহিলা! এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চিতভাবে তুমিই পাপাচারিনী' (ঐ, ২৯)।
- (৫) গৃহকর্তার উপদেষ্টা ও সাক্ষী একইভাবে সাক্ষয দেন ও বলেন, وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدُّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ رَاكُ وَهُوَ مِنَ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ 'যদি ইউসুফের জামা পিছন দিকে ছেঁড়া হয়, তবে মহিলা মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী' (এ الصَّادِقِيْنَ, ६٩)।
- (৬) আল্লাহ স্বয়ং ইউসুফের নির্দোষিতার সাক্ষয দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, عَنْهُ السُّوْءَ عَنْهُ السُّوْءَ 'এভাবেই এটা এজন্য হয়েছে, যাতে আমরা তার থেকে যাবতীয় মন্দ ওوَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ निर्लङ्ज বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে আমাদের মনোনীত বান্দাগণের অন্যতম' (ঐ, ২৪)।



(৭) এমনকি অভিশপ্ত ইবলীসও প্রকারান্তরে ইউসুফের নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিয়েছে। যেমন সে অভিশপ্ত হওয়ার পর আল্লাব্দে বলেছিল, الْمُعْلِيْنَ، إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ (আমি অবশ্যই তাদের (বনু আদমের) সবাইকে পথভ্রস্ট করব'। 'তবে তাদের মধ্য হ'তে তোমার মনোনীত বান্দাগণ ব্যতীত (হিজর ৩৯-৪০; ছোয়াদ ৮২)। এখানে একই শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ ইউসুফকে তাঁর 'মনোনীত বান্দাগণের অন্যতম' (ইউসুফ ২৪) বলে ঘোষণা করেছেন।

অত্র ২৪ আয়াতে বর্ণিত (السُّوءَ وَالْفَحْشَاء) 'মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয়সমূহ' অর্থ কি? এ বিষয়ে বিদ্বানগণ বলেন, মুখের বা হাতের দ্বারা স্পর্শ করার পাপ এবং প্রকৃত যেনার পাপ। অর্থাৎ উভয় প্রকার পাপ থেকে আল্লাহ ইউসুফকে ফিরিয়ে নেন।

নিকৃষ্ট মনের অধিকারী ইহুদীরা ও তাদের অনুসারীরা, যারা ইউসুফের চরিত্রে কালিমা লেপন করে নানাবিধ কল্পনার ফানুস উড়িয়ে শত শত পৃষ্ঠা মসীলিপ্ত করেছে, তাদের উদ্দেশ্যে ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন, 'যেসব মূর্খরা ইউসুফের চরিত্রে কলংক লেপনের চেষ্টা করে, তারা যদি আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী হবার দাবীদার হয়, তাহ'লে তারা এ ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্য কবুল করুক। অথবা যদি তারা শয়তানের তাবেদার হয়, তবে ইবলীসের সাক্ষ্য কবুল করুক'। আসল কথা এই যে, ইবলীস এখন এদের শিষ্যে পরিণত হয়েছে।

এক্ষণে আয়াতের গৃহীত ব্যাখ্যা দু'টির সারমর্ম হ'ল (১) আল্লাহর পক্ষ হ'তে প্রমাণ মওজুদ থাকার কারণে ইউসুফের অন্তরে আদৌ বাজে কল্পনার উদয় হয়নি (২) প্রমাণ দেখার কারণে কল্পনার বুদুদ সাথে সাথে মিলে যায় এবং তিনি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেন ও দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল: ঐ 'বুরহান' বা প্রমাণটি কি ছিল, যা তিনি দেখেছিলেন? এ বিষয়ে ইবনু আববাস, আলী, ইকরিমা, মুজাহিদ, সুন্দী, সাঈদ ইবনু জুবায়ের, ইবনু সীরীন, কাতাদাহ, হাসান বাছরী, যুহরী, আওয়াঈ, কা'ব আল-আহবার, ওহাব বিন মুনাবিবহ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ বিদ্বান মন্ডলীর নামে এমন সব উদ্ভট ও নোংরা কাল্পনিক চিত্রসমূহ তাফসীরের কেতাব সমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা পড়তেও ঘৃণাবোধ হয় ও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। শুরু থেকে এ যাবত কালের কোন তাফসীরের কেতাবই সম্ভবতঃ এইসব ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক গল্প থেকে মুক্ত নয়। উক্ত মুফাসসিরগণের তাক্কওয়া ও বিদ্যাবত্তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও বলতে বাধ্য হব যে, ইউসুফের প্রতি সুধারণা রাখা সত্ত্বেও তাঁরা প্রাচীন কালের ইহুদী যিন্দীক্ষদের বানোয়াট কাহিনী সমূহের কিছু কিছু স্ব স্ব কিতাবে স্থান দিয়ে দুধের মধ্যে বিষ মিশ্রত করেছেন। যা এ যুগের নাস্তিক ও যিন্দীক্ষদের জন্য নবীগণের নিষ্পাপত্বের বিরুদ্ধে প্রচারের মোক্ষম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে তা ধর্মভীরু মানুষের ধর্মচ্যুতির কারণ হয়েছে। সাথে সাথে এগুলি কিছু পেট পূজারী কাহিনীকারের রসালো গল্পের খোরাক হয়েছে। তাফসীরের নামে যা শুনে মানুষ ক্রমেই ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অতএব ঈমানদারগণ সাবধান!!

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4360

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন